



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন
আচরণ বিধিমালা

৫। প্রচারণার সময়।- কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

৬। সার্কিট হাউজ, ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।- কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে-

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাকবাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না ; এবং

(খ) তাহার পক্ষে বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাকবাংলো, রেস্ট হাউজ, কোন সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৭। সভা সমিতি, অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।- কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন না ;

(খ) পথসভা ও ঘরোয়া সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে ;

তবে শর্ত থাকে যে, জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা করিতে পারিবেন না বা তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করিতে পারিবেন না ;

(গ) প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ; এবং

(ঘ) কোন পথসভা বা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-

(১) পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাইবে না।

(৩) সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৪) নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(৫) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কাহারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে কিংবা ব্যবহার করিতে পারিবেন না ;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাইতে পারিবেন।

(গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার প্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।

১০। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—
নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণি ব্যবহার করা যাইবে না।

১১। মিছিল বা শোডাউন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—

(১) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না।

১২। নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—

(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল বা সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) চেয়ারম্যান পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনি এলাকায় ৩ (তিন)টির অধিক, সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় ১ (এক)টির অধিক এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এলাকায় ১ (এক)টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

১৩। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না:

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবেন না; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবেন না।

১৪। নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—

(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাইবে না বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোন যানবাহন চালানো যাইবে না।

১৫। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করিয়া নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

১৬। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যাম্পেল বা ক্যাম্প ছাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (তত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান লইয়া কোন প্যাম্পেল বা ক্যাম্প তৈরি করিতে পারিবেন না ;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না ; এবং

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

১৭। **প্রচারণামূলক বস্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপটৌকন প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তাহার পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বস্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্নসম্বলিত শাট, জ্যাকেট ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না ;

(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন না ; এবং

(গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপটৌকন, বক্শিশ ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৮। **উচ্চনিমূলক বস্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বস্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উচ্চনিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বস্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না ;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না ;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না ; এবং

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

১৯। **বিষ্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।— কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884 এর section 4 এর Clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act

No. VI of 1908) এর Section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act 1878 (Act No. XI of 1878) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করিতে পারিবেন না।

২০। ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।— কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

২১। মাইক্রোফোন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—

(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ওয়ার্ডে পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে একের অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাইবে না।

২২। সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্বাচনি প্রচারণা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—

(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণায় বা নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল তাহার ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে যাইতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র, সরকারি যানবাহন, অন্য কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

২৩। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।— কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদসংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

২৪। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণের উপর বাধা-নিষেধ।— কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

২৫। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—

(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতোপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৬। বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।- নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড ভূমি বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে ছাপন বা ব্যবহার করা যাইবে না।

২৭। নির্বাচনি ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

২৮। মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।-

(১) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(২) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

২৯। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।-

(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বা ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩০। নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৩১। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।-

(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।